তারিখ ... 16 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ... 2 ...

কালের কণ্ঠ

৪০% এলাকা কোটায় ভর্তিযুদ্ধ আসন্ন

শরীফুল আলম সুমন ▷

নতুন বছর যতই কাছাকাছি আসছে, অভিভাবকদের কপালে ততই চিন্তার বলিরেখা ফুটে উঠছে। শেষ পর্যন্ত সন্তানকে ভালো একটি স্কুলে ভর্তি করাতে পারবেন কি না, সেটাই এখন তাঁদের চিন্তার বিষয়। তবে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সব সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে ৪০ শতাংশ এলাকা কোটা রাখার নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এরই মধ্যে রাজধানীর বেসরকারি স্কুলগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। কিন্তু কেউ কেউ এই কোটা পদ্ধতি না মেনে আগের মতোই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। ফলে অভিভাবকরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর আগামীকাল মঙ্গলবার বেসরকারি স্কুলগুলোর প্রধানদের নিয়ে বসবে। আর আগামী বুধবার সরকারি স্কুলগুলোর প্রধানদের নিয়ে বসে ক্যাচমেন্ট এরিয়া, ভর্তির আবেদনসহ সব বিষয় চূড়ান্ত হবে। এর পরই তা সবাইকে জানানো হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর ইতিমধ্যে কোন স্কুলে কোন থানার শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে, এর একটি তালিকা করেছে। সেটিই মূলত বৈঠকে চূড়ান্ত করা হবে। মাউশির ঠিক করা সেই তালিকায় দেখা যায়, এমনও সরকারি স্কুল আছে যেখানে সর্বোচ্চ সাতটি থানার

- সরকারি স্কুলে সর্বোচ্চ সাত ও সর্বনিম্ন দুই থানার শিক্ষার্থীদের আবেদনের সুযোগ
- ৩০ নভেম্বর মধ্যরাত থেকে সরকারি স্কুলে আবেদন শুরু
- বেসরকারি স্কুলগুলো এলাকা কোটা মানছে না

এবং সর্বনিম্ন দুটি থানার শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে। মাউশি এই ক্যাচমেন্ট এরিয়া বা এলাকা কোটা সরকারি স্কুলগুলোর জন্য তৈরি করলেও বেসরকারি স্কুলগুলোকেও তা অনুসরণের জন্য বলা হবে।

মাউশি সূত্র জানায়, ৩০ নভেম্বর মধ্যরাত ১২টা ১ মিনিট থেকেই ৩৫টি সরকারি স্কুল ও তিনটি ফিডার শাখায় অনলাইনে ভর্তির আবেদন শুরু হবে, চলবে ১৪ ডিসেম্বর মধ্যরাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এর মধ্যে ১৪টি স্কুলে প্রথম শ্রেণি রয়েছে। ভর্তিতে কারিগরি সহযোগিতা করবে সরকারি মোবাইল ফোন কম্পানি টেলিটক। আবেদন ফি

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

৪০% এলাকা কোটায় ভর্তিযুদ্ধ আসন্ন

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

১৫০ টাকা পরিশোধ করতে হবে টেলিটকের মাধ্যমে। দ্বিতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তিতে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১৭, ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর। নবম শ্রেণিতে জিপিএর ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে। আর প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে লটারির মাধ্যমে, যা অনুষ্ঠিত হবে ২৬ ডিসেম্বর। ফল দেওয়া হবে ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর। ১ জানুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু হবে।

এদিকে গত ১০ নভেম্বর থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ; চলবে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু তারা বিজ্ঞপ্তিতে এলাকা কোটার বিষয়টিই উল্লেখ করেনি। এ ছাড়া এবার আসন সংখ্যাও ঘোষণা করা হয়নি, যা ভর্তি নীতিমালার সুস্পষ্ট পরিপন্থী।

ভিকারুননিসার অধ্যক্ষ সুফিয়া খাতুন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এলাকা কোটার ব্যাপারে আমরা কিছুদিনের মধ্যে জানাব। আগে সরকার থেকে বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে নিই।' যারা আবেদন করে ফেলেছে তাদের এলাকা কোটা কী হবে সে ব্যাপারে পরে বলবেন বলে জানান তিনি।

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজও ইতিমধ্যে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ১৮ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত এই স্কুলে ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। এই স্কুলের মতিঝিল শাখার জন্য মতিঝিল এজিবি কলোনি, মুগদা শাখার জন্য মুগদা থানা এবং বনশ্রী শাখার জন্য রামপুরা থানার বাসিন্দারা এলাকা কোটার জন্য আবেদন করতে পারবে।

জানতে চাইলে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ভিকারুননিসা এলাকা কোটা ও আসন সংখ্যা ঘোষণা করেনি, যা ভর্তি নীতিমালার লঙ্ঘন। আর মতিঝিল আইডিয়াল শুধু এজিবি কলোনির বাসিন্দাদেরই কোটা দেবে। এত শিক্ষার্থী তো এজিবি কলোনিতে পাওয়া যাবে না। আর মতিঝিল থানার বাসিন্দা হয়েও অন্যরা কেন কোটা পাবে না? আসলে রাজধানীর এই বড় দুটি বেসরকারি স্কুলই ভর্তি বাণিজ্য করার জন্য বেশ কিছু ফাঁকফোকর রেখেছে।

এসব বিষয়ে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক মো. এলিয়াছ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলোর সঙ্গে আলাদাভাবে বৈঠক করব। সরকারি স্কুলগুলোর এলাকা কোটা ভর্তি কমিটি ঠিক করে দেবে। আর বেসরকারি স্কুলগুলো এলাকা কোটা কিভাবে ঠিক করেছে তা জানতে চাইব। এ ছাড়া ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে অন্যান্য অসংগতি থাকলে তাও ওই বৈঠকে তোলা হবে। আর আমরা সরকারি স্কুলগুলোর জন্য যেভাবে এলাকা কোটা ঠিক করব বেসরকারি স্কুলগুলো ইচ্ছা করলে সেটাকে মডেল ধরে কোটা নির্ধারণ করতে পারবে।'

মাউশি সূত্র জানায়, সরকারি ৩৫টি স্কুলকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। তিনটি ফিডার শাখাকেও তিনটি গ্রুপে রাখা হয়েছে। একজন শিক্ষার্থী এক গ্রুপের একটি স্কুলেই আবেদন করতে পারবে।

'এ' গ্রুপ : গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল ৪০ শতাংশ এলাকা কোটার জন্য আবেদন করতে পারবে ধানমণ্ডি, নিউমার্কেট, শাহবাগ, রমনা, হাজারীবাগ, তেজগাঁও ও লালবাগ থানার বাসিন্দারা; তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে তেজগাঁও, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, শাহবাগ, কলাবাগান ও রমনা থানার বাসিন্দারা; মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শাহজাহানপুর, মতিঝিল, রমনা, পল্টন, সবুজবাগ ও খিলগাঁও থানার বাসিন্দারা; খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সবুজবাগ, রামপুরা, মুগদা ও খিলগাঁও থানার বাসিন্দারা; নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সূত্রাপুর, বংশাল, ওয়ারী ও কোতোয়ালি থানার বাসিন্দারা; নিউ গভ. গার্লস হাই স্কুলে বংশাল, সূত্রাপুর, কোতোয়ালি, চকবাজার থানার বাসিন্দারা; ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে কোতোয়ালি, সূত্রাপুর, গেণ্ডারিয়া ও বংশাল থানার বাসিন্দারা; ধানমণ্ডি কামরুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ধানমণ্ডি, হাজারীবাগ, মোহাম্মদপুর ও কলাবাগান থানার বাসিন্দারা; রূপনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপনগর ও পল্লবী থানার বাসিন্দারা; আজিমপুর গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে লালবাগ ও নিউমার্কেট থানার বাসিন্দারা; উত্তরখান সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উত্তরখান, বিমানবন্দর, উত্তরা পূর্ব, উত্তরা পশ্চিম ও তুরাগ থানার বাসিন্দারা; কামরাঙ্গীর চরের শেখ জামাল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কামরাঙ্গীর চর ও লালবাগ থানার বাসিন্দারা এবং মোহাম্মদ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে (ফিডার শাখা) মোহাম্মদপুর, আদাবর ও ধানমণ্ডি থানার বাসিন্দারা এলাকা কোটার জন্য আবেদন করতে পারবে।

'বি' গ্রুপ : মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে মতিঝিল, পল্টন ও শাহজাহানপুর থানার বাসিন্দারা; নারিন্দা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে গেণ্ডারিয়া, ওয়ারী, সূত্রাপুর ও যাত্রাবাড়ী থানার বাসিন্দারা; ঢাকা গভ. মুসলিম হাই স্কুলে সূত্রাপুর, কোতোয়ালি, বংশাল ও গেণ্ডারিয়া থানার বাসিন্দারা; বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে কোতোয়ালি, বংশাল, গেণ্ডারিয়া ও সূত্রাপুর থানার বাসিন্দারা; শেরে বাংলানগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে শেরে বাংলানগর, মোহাম্মদপুর, আদাবর, কাফরুল ও তেজগাঁও থানার বাসিন্দারা; সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাই স্কুলে তেজগাঁও, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল ও শাহবাগ থানার বাসিন্দারা; ধানমণ্ডি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ধানমণ্ডি, মোহাম্মদপুর, হাজারীবাগ ও কলাবাগান থানার বাসিন্দারা; মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে মোহাম্মদপুর, আদাবর ও শেরে বাংলানগর থানার বাসিন্দারা; ডেমরার হাজী এম এ গফুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডেমরা ও শ্যামপুর থানার বাসিন্দারা; বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুননেসা মুজিব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বনানী, দক্ষিণখান, উত্তরা পশ্চিম ও বিমানবন্দর থানার বাসিন্দারা; জুরাইন শেখ কামাল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে যাত্রাবাড়ী, শ্যামপুর ও গেণ্ডারিয়া থানার বাসিন্দারা; দারুস সালাম সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দারুস সালাম, শাহআলী ও মিরপুর থানার বাসিন্দারা এবং ধানমণ্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুল (ফিডার শাখা) ধানমণ্ডি ও কলাবাগান থানার বাসিন্দারা ৪০ শতাংশ এলাকা কোটার জন্য আবেদন করতে পারবে।

'সি' গ্রুপ : ধানমণ্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুলে কলাবাগান, ধানমণ্ডি, নিউমার্কেট, হাজারীবাগ, শেরে বাংলানগর ও মোহাম্মদপুর থানার বাসিন্দারা; আরমানিটোলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে বংশাল, কোতোয়ালি, চকবাজার, লালবাগ ও কেরানীগঞ্জ থানার বাসিন্দারা; শেরে বাংলানগর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শেরে বাংলানগর, মোহাম্মদপুর, আদাবর, কাফরুল ও তেজগাঁও থানার বাসিন্দারা; টিকাটুলী কামরুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ওয়ারী, শ্যামপুর, সূত্রাপুর, গেণ্ডারিয়া ও মতিঝিল থানার বাসিন্দারা; তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে তেজগাঁও, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল, শাহবাগ, কলাবাগান ও গুলশান থানার বাসিন্দারা; ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে কোতোয়ালি, সূত্রাপুর, বংশাল ও গেণ্ডারিয়া থানার বাসিন্দারা; গণভবন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে শেরে বাংলানগর, মোহাম্মদপুর, কাফরুল ও তেজগাঁও থানার বাসিন্দারা; মিরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে মিরপুর, দারুস সালাম ও শাহআলী থানার বাসিন্দারা; হাজারীবাগের শহীদ শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে হাজারীবাগ, নিউমার্কেট ও লালবাগ থানার বাসিন্দারা; ভাষানটেক সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে কাফরুল, ক্যান্টনমেন্ট ও ভাষানটেক থানার বাসিন্দারা; মোহাম্মদপুর কমার্শিয়াল সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোহাম্মদপুর, আদাবর ও ধানমণ্ডি থানার বাসিন্দারা এবং খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে (ফিডার শাখা) খিলগাঁও, সবুজবাগ, রামপুরা ও মুগদা থানার বাসিন্দারা ৪০ শতাংশ এলাকা কোটায় আবেদন করতে পারবে।